সংবাদ

তারিখ -9 AUG 2017
পৃঃ ১ কলাম ২

পাঠ্যবইয়ে ভুল ও সাম্প্রদায়িকীকরণ

তদন্ত প্রতিবেদন ধামাচাপা

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ক্ষোভ

রাকিব উদ্দিন

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবইয়ের ভুলভ্রান্তি সংশোধন ও সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং এর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন ধামাচাপা পড়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়; কিন্তু পাঁচ মাসেও এটি বাস্তবায়নের যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এমনকি পাঠ্যপুস্তক ছাপার দায়িত্বে থাকা এনসিটিবির কর্মকর্তারাও তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছেন।

এজন্য সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। স্থায়ী কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পাঠ্যবই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে। যদিও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার আগে এনসিটিবির কয়েকজন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছিল, যারা আদৌ ভুল-ভ্রান্তির জন্য দায়ী কিনা তা নিয়েও সংস্থার কর্মকর্তারা সন্দিহান।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু সংবাদকে বলেছেন, 'পাঠ্যপুস্তকে ভুলত্রুটি ও বিতর্কের বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য যে তদন্ত কমিটি হয়েছিল, এর প্রতিবেদন বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির কর্মকর্তাদের তাগাদা দেয়া হয়েছে। এটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রতিবেদন বাস্তবায়ন না হলে আবারও তাগাদা দেয়া হবে।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ সাহা সংবাদকে বলেন, 'আমাদের কাছে তদন্ত প্রতিবেদনের কপি দেয়া হয়নি। এজন্য এ ব্যাপারে আমাদের কোন কথা বলা উচিত হবে না।'

পাঠ্যপুস্তকের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা এবং এর জন্য দায়ীদের শনাক্ত করতে গত ৯ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমানকে তদন্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
নথি নং
টীম. ডি.এল.পি বিভাগ
পি.এ.
স্বাক্ষর

তদন্ত : প্রতিবেদন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরে কমিটিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকেও সদস্য করা হয়।

এই কমিটির প্রতিবেদন সাত কর্মদিবসের মধ্যে দেয়ার কথা থাকলেও তারা তা দিতে পারেনি। এজন্য ২২ জানুয়ারি কমিটিকে আরও সাত দিন সময় দেয়া হয়। পরে ওই কমিটি আরেক দফা সময় নেয়, যা ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ কমিটি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই তদন্ত কমিটির একজন সদস্য সংবাদকে বলেন, 'আমরা প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনটি বই আকারে মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছি। ভুল-ভ্রান্তি সংক্রান্ত বইয়ের পৃষ্ঠা, বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র প্রতিবেদনে জুড়ে দেয়া হয়েছে।'

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সপ্তাহে চার কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ জন শিক্ষার্থীর হাতে মোট ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে সরকার। এনসিটিবি (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এই সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের পাঠ্যবই ছাপানো হয়।

কী কী পদক্ষেপ নেয়া হলো

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিভিন্ন মহলে তীব্র সমালোচনার মুখে গত ২৭ এপ্রিল কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ বৈঠকে মাধ্যমিক স্তরের ১২টি পাঠ্যবই পরিমার্জন ও পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া যেসব পাঠ্যবইয়ে 'হেফাজতীকরণ' বা 'সাম্প্রদায়িক রূপ' দেয়া হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত হয়। ২০১৮ সালের পাঠ্যবইয়ে এই পরিবর্তন আসার কথা রয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ সাহা বলেন, '১২টি বইয়ের কন্টেন্ট এর মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। কন্টেন্ট (পাণ্ডুলিপি) ঠিকই আছে। দু'একটি জায়গায় একটু ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, স্পষ্টকরণ করা হয়েছে। এখন এসব কন্টেন্ট ছাপার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'

মাধ্যমিকের যে ১২টি বই পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নেয়া সেগুলো হলো- বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস, গণিত, উচ্চতর গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও হিসাব বিজ্ঞান।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পাঠ্যপুস্তকের ভুলভ্রান্তি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির এক সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদকে বলেন, 'কন্টেন্ট ঘষামাঝা করা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ মাধ্যমিকের বই তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয় কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে, যারা নিজেরাই ক্লাসে পড়ান না। চিরায়ত এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে সারাদেশের হাইস্কুলের মেধাবী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়েই মাধ্যমিকের বই তৈরি করতে হবে।'

তদন্ত কমিটির সদস্য আরও জানান, ভুল-ত্রুটির জন্য সুনির্দিষ্ট করে কাউকে দায়ী করা হয়নি। এখানে পদ্ধতি ও পদায়ন সমস্যাই মূল বিষয়। এজন্য প্রতিবেদনে এনসিটিবির পূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ করে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পদায়নের কথা বলা হয়েছে। তদবিরের চাপে অযোগ্য ও অদক্ষ কর্মকর্তার পদায়নই এনসিটিবির মূল সমস্যা। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন তৈরির আগে ও পরে ঢালাওভাবে পাঁচ-সাতজন কর্মকর্তাকে বদলি করেই দায়িত্ব সেরেছে মন্ত্রণালয়।

জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষের বইয়ের কনটেন্ট তৈরির জন্য মোট ৭৭ জন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, যারা নিজেরা সরাসরি কন্টেন্ট তৈরি করেন না। এর মধ্যে এনসিটিবির নিজস্ব ৬৪ জন কর্মকর্তার মধ্য থেকে দায়িত্ব পালন করেন ৫২ জন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের চার কর্মকর্তা এনসিটিবিতে সংযুক্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করেন। বাকি ১৮ জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের এবং বাকি দুজন এনসিটিবির আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার।

কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞের পদে আরেক বিষয়ের শিক্ষক পদায়ন আছেন। কেবলমাত্র ঢাকায় চাকরি করার লক্ষ্যেই তারা এনসিটিবিতে পদায়ন পেয়েছেন। এজন্য পাঠ্যবইয়ে ভুলভ্রান্তি, ইতিহাস বিকৃতি ও সাম্প্রদায়িকীকরণের ঘটনা ঘটছে।

এছাড়াও এনসিটিবির প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নাসির উদ্দিনকে হিসাব সামলানোর পাশাপাশি দাখিল এবং নবম শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের গণিত বই এবং ঊর্ধ্বতন ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে ক্যারিয়ার শিক্ষা বই সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৫৭৪টি বিষয়ের পাঠ্যবই ছাপানো হয়। এর মধ্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমের ৩৩টি ও ইংরেজি ভার্সনের ২৩টি, ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমের ১০২টি ও ইংরেজি ভার্সনের ৬৫টি, এসএসসি'র (ভোকেশনাল) ট্রেড বই ৬১টি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই ১০৯টি, শিক্ষক নির্দেশিকা (টিজি) ৫৬টি, মাদ্রাসার এবতেদায়ির ৩৬টি ও দাখিল স্তরের ৭৯টি এবং পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুর জন্য ১০টি বিষয়ের বই ছাপানো হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িকীকরণ

৬ষ্ঠ শ্রেণীতে সানাউল হকের পদ্য 'সভা' বাদ দিয়ে জসীমউদ্‌দীনের পদ্য 'আসমানী' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য 'বলাই' বাদ দিয়ে তার গদ্য 'কাবুলিওয়ালা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৭ম শ্রেণী থেকে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর গদ্য 'লাইব্রেরি' বাদ দিয়ে হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর গদ্য 'মরুভাস্কর', রনেশ দাস গুপ্তের গদ্য 'মাল্য দান' বাদ দিয়ে হারুন হাবীবের গদ্য 'পিতৃ পুরুষের গল্প', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্য 'লাল ঘোড়া' বাদ দিয়ে লীলা মজুমদারের গদ্য 'পাখি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্য 'বাংলাদেশের হৃদয়' বাদ দিয়ে তার পদ্য 'নতুন দেশ', সুকুমার রায়ের পদ্য 'আনন্দ' বাদ দিয়ে তার পদ্য 'শ্রাবনে', কালীদাস রায়ের পদ্য 'অপূর্ব প্রতিশোধ' বাদ দিয়ে সুনির্মল বসুর পদ্য 'সবার আমি ছাত্র', জসীমউদ্‌দীনের পদ্য 'বঙ্গবন্ধু' বাদ দিয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পদ্য 'শোন একটি মুজিবরের থেকে', স্বর্ণকুমারী দেবীর পদ্য 'উপদেশ' বাদ দিয়ে সুফিয়া কামালের পদ্য 'সাম্য', সুভাস মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের কবিতা' বাদ দিয়ে জসীমউদ্‌দীনের পদ্য 'আমার বাড়ি', ফয়েজ আহমদের পদ্য 'স্মৃতিসৌধ' বাদ দিয়ে সিকান্দার আবু জাফরের পদ্য 'গরবিনী মা-জননী' অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এছাড়া ৮ম শ্রেণীতে কাজী নজরুল ইসলামের গদ্য 'বাঙ্গালির বাংলা' বাদ দিয়ে তার গদ্য 'ভাব ও কাজ', জসীমউদ্‌দীনের পদ্য 'দেশ' বাদ দিয়ে তার পদ্য 'রুপাই' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৯ম ও দশম শ্রেণীতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গদ্য 'নিরীহ বাঙ্গালি' বাদ দিয়ে তার গদ্য 'সুবেহ সাদেক' এবং রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতা 'খতিয়ান' বাদ দিয়ে তার 'মিছিল' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।